২০০৮ থেকে প্রথম ম্যাচে অপরাজিত থাকার রেকর্ড ধরে রাখল রিয়াল মাদ্রিদ

লা লিগার নতুন মৌসুমে শুভ সূচনা করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। মঙ্গলবার রাতে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে মৌসুমের প্রথম ম্যাচে ওসাসুনাকে ১-০ গোলে হারিয়েছে তারা। একমাত্র গোলটি করেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপ্পে।

প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করলেও জালের দেখা পাচ্ছিল না রিয়াল।

তবে বিরতির ছয় মিনিট পর হুয়ান ক্রুজের ফাউলে পাওয়া পেনাল্টি থেকে গোল করেন এমবাপ্পে। বাকি সময়ে বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও ব্যবধান বাড়াতে পারেনি স্বাগতিকরা।
ওসাসুনা শেষ সময়ে ১০ জনে খেলতে বাধ্য হয়। যোগ করা সময়ে আবেল ব্রেটোনেস লাল কার্ড দেখেন বল ছাড়া ফাউলের জন্য।

যদিও বাকি সময়ে সমতায় ফেরার মতো সুযোগ এসেছিল তাদের কাছে, কিন্তু আন্তে বুদিমির ছয় গজ বক্স থেকে হেড করে লক্ষ্যভ্রষ্ট করেন।
এ জয়ের ফলে ২০০৮ সালের পর থেকে লা লিগার উদ্বোধনী ম্যাচে অপরাজিত থাকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখল রিয়াল মাদ্রিদ।

ম্যাচ শেষে এমবাপ্পে বলেন, ‘মৌসুমটা জয় দিয়ে শুরু করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওসাসুনা আমাদের জন্য কঠিন করে তুলেছিল।

তবে শেষ পর্যন্ত জয়টাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।’
রিয়াল কোচ জাবি আলোনসোর জন্যও এটি ছিল স্মরণীয় দিন। লা লিগার প্রথম ম্যাচেই জয় দিয়ে কোচিং অভিষেক করলেন তিনি। চোটের কারণে জুড বেলিংহাম, কামাভিঙ্গা, মেন্ডি ও এন্দ্রিককে ছাড়াই নামতে হয় তাকে। নিষেধাজ্ঞার কারণে ছিলেন না রুডিগারও।

তবু তিন নতুন সাইনিংকে নিয়ে সাজানো দলে জয় তুলে নিতে পেরেছেন আলোনসো।
আলোনসো ম্যাচশেষে বলেন, ‘কোচ হিসেবে এখানে ফিরে আসা বিশেষ

কিছু। আশা করি, এটা হবে আরো অনেক সাফল্যের শুরু।’

বার্সেলোনা তাদের প্রথম ম্যাচে মায়োর্কাকে ৩-০ গোলে হারানোর পর রিয়ালের জন্যও জয় পাওয়া ছিল জরুরি। এমবাপ্পের একমাত্র গোলই এনে দিল কাঙ্ক্ষিত তিন পয়েন্ট।

সূত্র: কালের কন্ঠ।

নাইজেরিয়ায় নৌকা ডুবে নিখোঁজ ৪০, চলছে উদ্ধার অভিযান

নাইজেরিয়ার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় সোকোতো প্রদেশে নৌকা ডুবে ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী নিখোঁজ হয়েছে। দেশটির জাতীয় জরুরি ব্যবস্থাপনা সংস্থা (নেমা) স্থানীয় সময় গতকাল রবিবার এক বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে।

অতিরিক্ত যাত্রী বোঝাই নৌকাডুবির কারণ হতে পারে বলে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ‘দ্য পান্চ’ এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে। নদীপারের এই অঞ্চলে নৌযানগুলোতে অতিরিক্ত যাত্রী তোলার প্রবণতা দীর্ঘদিন ধরেই বড় ঝুঁকি তৈরি করেছে।

নেমার মহাপরিচালক জুবাইদা উমর জানান, একটি নৌকা ৫০ জনেরও বেশি যাত্রী নিয়ে গোরোনিও বাজারে যাচ্ছিল, পথে সেটি উল্টে যায়। এ পর্যন্ত প্রায় ১০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তবে বাকি ৪০ জনেরও বেশি যাত্রী এখনো নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধার তৎপরতা চালাতে সোকোতো অফিস থেকে ঘটনাস্থলে একটি বিশেষ দল পাঠানো হয়েছে।

বর্তমানে সোকোতো প্রদেশে নিখোঁজ যাত্রীদের উদ্ধারে স্থানীয় প্রশাসন ও নেমার যৌথ অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
নাইজেরিয়ায় মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকালে নদী ও হ্রদ প্লাবিত হয়ে যায়। তখন নৌকাডুবির ঘটনা প্রায়ই ঘটে। গত বছরের আগস্টে সোকোতো রাজ্যেই একই ধরনের একটি দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ কৃষক প্রাণ হারান।

তারা কাঠের নৌকায় চড়ে ধানক্ষেতে যাচ্ছিলেন। এ ছাড়া গত মাসে উত্তর-মধ্যাঞ্চলীয় নাইজার প্রদেশে প্রায় ১০০ যাত্রী বহনকারী একটি নৌকা ডুবে গেলে অন্তত ১৩ জন মারা যান। এ ছাড়া আরো অনেকে নিখোঁজ হন। এর মাত্র দুই দিন পর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় জিগাওয়া রাজ্যে খেতের কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ছয় কিশোরী মেয়ে নৌকাডুবিতে ডুবে যায়।

সূত্র : আলজাজিরা

ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে হার, কাঁদতে কাঁদতে যা বললেন নেইমার

ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে ও বড় হার। ম্যাচ শেষে তাই আবেগ সামাল দিতে পারলেন না নেইমার দ্য সিলভা জুনিয়র। মাঠে বসেই কাঁদতে শুরু করলেন ব্রাজিল তারকা। কয়েকজন এগিয়ে এসে চেষ্টা করলেন সান্ত্বনা দিতে। কিন্তু একটু আগে যে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বাজে হারের সাক্ষী হলেন, তিনি কি খুব সহজে এই দুঃখ ভুলতে পারেন!

বাংলাদেশ সময় সোমবার (১৮ আগস্ট) সকালে ভাস্কো দা গামার বিপক্ষে ৬–০ গোলে বিধ্বস্ত হয়েছে নেইমারের সান্তোস।
ব্রাজিলিয়ান লিগ সিরি আ’র এই ম্যাচে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতাই গড়তে পারেনি নেইমারের দল। ম্যাচের প্রথমার্ধে অবশ্য একটি গোল খায় সান্তোস। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ভাস্কো দা গামা একে একে পাঁচবার বল জড়ায় নেইমারদের জালে।

এই ম্যাচের আগে নেইমারের ক্যারিয়ারের সবচেয়ে বড় হার ছিল ৪–০ গোলের। ২০১১ সালে সান্তোসে খেলার সময় বার্সেলোনার বিপক্ষে (ক্লাব বিশ্বকাপের ম্যাচ) এবং ২০১৭ সালে বার্সেলোনায় খেলার সময় পিএসজির বিপক্ষে (চ্যাম্পিয়নস লিগে) এমন হারের স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি।

কিন্তু এদিন সেই দুই হারও যে পেছনে পড়ে গেল। ২০১৪ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে স্বাগতিক ব্রাজিল জার্মানির কাছে ৭–১ গোলে বিধ্বস্ত

হলেও সে ম্যাচে চোটের কারণে মাঠের বাইরে ছিলেন নেইমার।

এদিন ম্যাচের আগে স্বাভাবিকভাবেই সবার চোখ ছিল নেইমার ও তার জাতীয় দল সতীর্থ ফিলিপে কুতিনহোর দিকে। নেইমার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন সান্তোসের আর কুতিনহো ভাস্কো দা গামার।

মাঠের লড়াইয়ে কুতিনহোর দলের সামনে নেইমাররা যে দাঁড়াতেই পারেননি, সেটি স্কোরলাইন-ই বলে দিচ্ছে। এমনকি ব্যক্তিগতভাবেও এই ম্যাচে জয় হয়েছে কুতিনহোরই। ভাস্কো দা গামার ৬ গোলের দুটিই এসেছে সাবেক লিভারপুল ও বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের পা থেকে। গোল দুটি হয় ম্যাচের ৫৪ ও ৬২ মিনিটে।

দুর্দান্ত এই জয়ে অনেকটাই উপরে উঠে এসেছে ভাস্কো দা গামা। ১৮ ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৬ নম্বর অবস্থানে আছে তারা। অন্যদিকে এক ম্যাচ বেশি খেলে ২১ পয়েন্ট নিয়ে সান্তোস আছে ১৫ নম্বরে।

ম্যাচ শেষে নেইমার বলেন, ‘আমি লজ্জিত। আমাদের পারফরম্যান্সে আমি সম্পূর্ণ হতাশ। সমর্থকদের প্রতিবাদের পুরোপুরি অধিকার আছে, অবশ্যই সহিংসতা পরিহার করে। তারা যদি গালি দেয় বা অপমান করে, সেটারও অধিকার তাদের আছে।’

নেইমারের ভাষায়, ‘এটা চরম লজ্জার অনুভূতি। জীবনে কখনো এমনটা হয়নি। দুর্ভাগ্যবশত এবার হলো। কান্না এসেছিল রাগ থেকে, যা ঘটেছে সবকিছুর জন্য। দুর্ভাগ্যবশত আমি সবদিক দিয়ে সাহায্য করতে পারি না। যা–ই হোক, পুরো ব্যাপারটাই ছিল একেবারে বাজে, এটাই বাস্তবতা।’

এদিকে সান্তোসের এই বড় হারের কিছুক্ষণ পরই ক্লাবটির প্রধান কোচ ক্লেবার হাভিয়েরকে বরখাস্ত করেছে কর্তৃপক্ষ। এক বিবৃতিতে ভবিষ্যৎ ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানিয়ে হাভিয়েরকে ছাঁটাইয়ের কথা নিশ্চিত করেছে সান্তোস।

সূত্র: যুগান্তর

চালের বাজারে সিন্ডিকেট, শুল্ক কমানোর পর দাম বেড়েছে ভারতে

চলতি মৌসুমে বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। চালের মজুতে রেকর্ড গড়েছে সরকার। আন্তর্জাতিক বাজারেও চালের দাম নিম্নমুখী। এ ছাড়া বাজার স্থিতিশীল রাখতে বেসরকারিভাবে চাল আমদানির অনুমোদন, নিম্নআয়ের মানুষের জন্য ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি গ্রহণসহ সরকারের নানা উদ্যোগ সত্ত্বেও চালের বাজার ফের উত্তপ্ত। দাম বৃদ্ধির পেছনে ‘দেশের করপোরেট সিন্ডিকেটকেই’ দুষছেন ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি বন্যাকেও অজুহাত হিসেবে দেখছেন অনেকেই।

তবে এটিকে অস্বাভাবিক বলছেন বাজার বিশ্লেষক ও ক্রেতা-বিক্রেতারা। সবমিলে অনেকগুলো পণ্যের দাম একসঙ্গে বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্নআয়ের খেটে খাওয়া মানুষজন। রাজধানীর কয়েকটি বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে। এদিকে, টানা তিন মাস কমার পর ফের বেড়েছে মূল্যস্ফীতি।

সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, চালসহ নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়েন স্বল্প আয়ের মানুষ। সম্প্রতি বোরোর নতুন চাল বাজারে ওঠার পর যে সরু চালের দাম কমে ৭৫ টাকা হয়েছিল, এখন তা বেড়ে ৮০ থেকে ৮২ টাকায় পৌঁছেছে। এটি অস্বাভাবিক। মাঝারি ও মোটা চালের বাজারেও একই চিত্র। এই বাড়তি দামের পেছনে রয়েছে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি। তারা বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছেন।

বাজারে চালের দামে ঊর্ধ্বমুখী:
মাস দেড়েক ধরে উচ্চমূল্যে বিক্রি হচ্ছে চাল। মোটা চালের দামই এখন ৬০ টাকার বেশি। মাঝারি মানের মিনিকেট ও নাজিরশাইল ৬৫-৭০ টাকায় পাওয়া যায়। এ ছাড়া বাকি সব চাল সাধারণত ৭৫-৮৫ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে। আর খুব ভালো মানের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের চালের দাম ৯০ থেকে ১০০ টাকার কাছাকাছি। তারা জানান, গরিবের কাবাব মোটা চালের দাম ঢাকায় স্থানভেদে গত ১৫ দিনে খুচরায় কেজিতে দাম বেড়েছে ৪-৬ টাকা। পাশাপাশি অন্য সবধরনের চালের দাম কেজিতে বেড়েছে ৫-৬ টাকা। শুল্কমুক্ত আমদানি হলেও অন্তর্বর্তী সরকারের ৬ মাসে ৫০ কেজির প্রতি বস্তা চালের দাম বেড়েছে অন্তত ৪০০ টাকা। যার দাম গত বছরে ছিল মাত্র ২৯০০ থেকে ৩১০০ টাকা।

দাম বৃদ্ধির কারণ হিসেবে চাল ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, কৃষকের কাছ থেকে বেশি দামে ধান কিনেছেন মৌসুমি ব্যবসায়ী ও করপোরেট কোম্পানির প্রতিনিধিরা। চাল উৎপাদনকারী মিলার ও সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাতে ধান-চাল নেই বললেই চলে।
কাওরান বাজারের কিচেন মার্কেটের পাইকারি চাল ব্যবসায়ী খালেদ বলেন, চালের সরবরাহ ঠিক আছে, তবুও ঈদের পর থেকে দাম বাড়তে শুরু করেছে। একই মার্কেটের মেসার্স নূর রাইস এজেন্সির চাল ব্যবসায়ী বলেন, মোটা চাল এখন কম পাওয়া যায়। তবুও প্রতি কেজি ৫৮ টাকা। ৫০ কেজির বস্তা, চিকন- সব ধরনের চালের দামই এখন প্রায় ৩৯০০ টাকা। বস্তায় দাম বেড়েছে অন্তত ২০০ টাকা। খাদ্য উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, দেশে পর্যাপ্ত খাদ্য মজুত রয়েছে। খুব শিগগিরই চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে আসবে। তিনি বলেন, চলতি মৌসুমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলোতে অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য মজুত রয়েছে। দেশে খাদ্য মজুত বর্তমানে অত্যন্ত সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে।

বিশ্ববাজারে কম, দেশে বাড়ছে:
ট্রেডিং ইকোনমিকস বলছে, বিশ্ববাজারে চালের দাম এক মাসে কমেছে ৩.৮ শতাংশ। চলতি বছরের সাত মাসে কমেছে ৯.১৬ শতাংশ। আর এক বছরে একই সময়ের তুলনায় কমেছে ১৪.১৬ শতাংশ। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার তথ্য অনুযায়ীও চলতি বছরে সবধরনের চালের মূল্যসূচক ১৩ শতাংশ কমেছে। সংস্থাটির মতে, সবচেয়ে বড় রপ্তানিকারক দেশ ভারতের রেকর্ড উৎপাদন ও রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা ধাপে ধাপে তুলে নেয়ায় বাজারে সরবরাহ বাড়ায় কমেছে চালের দাম। এর পাশাপাশি উৎপাদন বেড়েছে ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশগুলোতেও। বিশ্ববাজারে ক্রমেই নিম্নমুখী হলেও বাংলাদেশের বাজারে চালের দাম বেশি। রাষ্ট্রীয় বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর বাজার দরের তথ্য অনুযায়ী, গত একমাসে নতুন করে চালের দাম না বাড়লেও গত বছরের একই সময়ের তুলনায় সরু জাতের নাজিরশাইল ও মিনিকেট ১৫.৯৪ শতাংশ, মাঝারি জাতের পাইজাম ও আটাশ ১৬.৭ শতাংশ এবং মোটা জাতের স্বর্ণা ও চায়না ইরি চালের দাম ১০.৫৮ শতাংশ বেড়েছে। টিসিবি’র ঢাকা মহানগরীর দৈনিক খুচরা বাজারদরের তথ্য অনুযায়ী, সরু চাল ৭৫ থেকে ৮৫ টাকা, মাঝারি মানের চাল ৬০ থেকে ৭০ টাকা এবং মোটা চাল ৫৫ থেকে ৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

বাড়ছে মূল্যস্ফীতি:
বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) প্রতিবেদন বলছে, টানা তিন

মাস কমার পর ফের বাড়লো মূল্যস্ফীতি। গত জুলাই মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতি হয়েছে ৮.৫৫ শতাংশ। এর আগে এপ্রিল, মে ও জুন মাসে মূল্যস্ফীতি কমেছিল। জুলাই মাসে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত দুই খাতেই মূল্যস্ফীতি খানিকটা বেড়েছে। সামান্য বেড়েছে গ্রাম ও শহর দুই জায়গাতেই।

চাল আমদানি করবে সরকার:
দেশের অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতিশীল রাখা ও মূল্যস্ফীতি থেকে ভোক্তাদের স্বস্তি দেয়ার লক্ষ্যে ৪ লাখ টন চাল আমদানির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গত বুধবার অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অর্থনীতিসংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে এ অনুমোদন দেয়া হয়। এদিকে, ভারতের ইকোনমিক টাইমস বলছে, বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত ৫ লাখ টন চাল আমদানির ঘোষণায় ভারতে গত দুই দিনে চালের দাম ১৪ শতাংশ বেড়েছে।

পর্যাপ্ত মজুত:
চলতি মৌসুমে বোরোর বাম্পার ফলন হয়েছে। সরকারের কাছেও চালের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে। দেশে বছরে চালের চাহিদা ৩ কোটি ৫০ লাখ থেকে ৩ কোটি ৮০ লাখ টন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বোরো মৌসুমে রেকর্ড ২ কোটি ১৪ লাখ টন ধান উৎপাদন হয়েছে। একই সঙ্গে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, সরকারি গুদামে খাদ্যশস্যের মজুত ২১ লাখ ৪৩ হাজার ১৮৭ টন। এর মধ্যে ১৮ লাখ ৯৯ হাজার ৬২৪ টন চাল ও ১ লাখ ১ হাজার ৫৩০ টন ধান মজুত রয়েছে। সরকারের পরিসংখ্যান বলছে, উৎপাদন ও মজুতের দিক থেকে চালের তেমন ঘাটতি নেই। তার পরও তিন মাস ধরে অর্থাৎ বোরোর ভরা মৌসুমেই চালের দাম ঊর্ধ্বমুখী। সাবেক কৃষি সচিব আনোয়ার ফারুক জানিয়েছেন, সরকারি হিসাবেই ধানের উৎপাদন খরচ ১২ শতাংশ বেড়েছে।
এদিকে, বোরো ধানের ভরা মৌসুমের আড়াই মাস পার না হতেই চালের বাজারে এমন অস্থিরতার জন্য মিল মালিক ও করপোরেট সিন্ডিকেটকে দায়ী করছেন পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা। তবে মিল মালিকদের দাবি চালের দাম বাড়ার জন্য করপোরেট গ্রুপগুলো একমাত্র দায়ী। বাজারে সুষ্ঠু তদারকি নেই বলেও অভিযোগ রয়েছে।

রাজধানীর বড় পাইকারি বাজার বাবুবাজারের ইসলাম রাইস এজেন্সির স্বত্বাধিকারী আমজাদ হোসেন বলেন, চালের বাজার করপোরেট হাউজগুলোর নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এ কোম্পানিগুলো চালের ভরা মৌসুমেও চালের দাম বাড়ালে সরকার অজ্ঞাত কারণে নীরব ভূমিকা পালন করে। তিনি বলেন, করপোরেট হাউজগুলোর রহস্যময় ভূমিকা নিয়ন্ত্রণ

করতে না পারলে সরকার যতই উদ্যোগ গ্রহণ করুক না কেন, বাজার স্থিতিশীল হবে না।

কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সিনিয়র সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, পর্যাপ্ত আমদানি থাকার পরও পরিস্থিতি কারা অস্বাভাবিক করলো তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। ফলে আমদানিকারক ও ব্যবসায়ীদের অসাধু সিন্ডিকেট আগের মতোই দাম বাড়াচ্ছে। তিনি বলেন, ‘বাজারে কেন মনিটরিং নেই। ‘সরকারের সঠিক মনিটরিং না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরা অতি মুনাফা করছে।

তবে এসব অভিযোগ মানতে নারাজ করপোরেট কোম্পানিগুলোর মালিকরা। তাদের মতে, চাল উৎপাদনে দেশ এখনো স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে সময়মতো আমদানির অনুমতি না দেয়ায় চাহিদা বেড়ে চালের বাজারে আলাদা সংকট সৃষ্টি হয়েছে। নাবিল গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আমিনুল ইসলাম স্বপন বলেন, চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে সংকট তৈরি হবেই। যেখানে আরও দুই মাস আগে ব্যবসায়ীদের চাল আমদানির অনুমতি দেয়া উচিত ছিল, তা দেয়া হয়নি।

এ প্রসঙ্গে খাদ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (সংগ্রহ বিভাগ) মনিরুজ্জামান বলেন, রেকর্ড পরিমাণ বোরো সংগ্রহ এবং মজুতও ভালো। বেসরকারিভাবে চাল আমদানির অনুমতি দেয়া হয়েছে। সরকারিভাবেও চাল আমদানি করা হচ্ছে। ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এতে আশা করা যায়, চালের বাজার স্থিতিশীল থাকবে।

বাংলাদেশ অটো রাইস-মিলমালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম বলেন, চলতি বছর দেশে উৎপাদিত ফলনের প্রায় অর্ধেক ধানই করপোরেট ব্যবসায়ীদের কাছে মজুত হয়েছে। তারা মূলত ছোট ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে ধানের হাট থেকে অধিক দরে ধান সংগ্রহ করে মজুত করে। এতে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়।

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক আব্দুল জলিল বলেন, ‘চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে ঢাকা মহানগরে ১০টি এবং প্রতি জেলায় একটি করে টিম কাজ করছে। সারা দেশের চালের আড়তে অভিযান চালাচ্ছি। কেউ যদি বলে মনিটরিং নেই তাহলে সেটি সঠিক নয়।

সূত্র: মানবজমিন ।

[redacted]

[redacted]

১১ মিনিটে রূপকথার গল্প লিখে আবারও ইউরোপ সেরা পিএসজি

প্রথম এক ঘণ্টা যেন টটেনহামের উৎসবের মঞ্চ। ইতালির উদিনেতে বুধবার রাতে ইউরোপের দুই শিরোপাধারীর লড়াইয়ের শুরুতে ইংলিশদের দাপটে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না ফরাসি জায়ান্ট পিএসজিকে। তবে শেষ মুহূর্তে ম্যাচে নাটকীয় মোড়—দুই গোল শোধ করে ম্যাচ টেনে নিল টাইব্রেকারে, সেখানেই বাজিমাত করল লুইস এনরিকের দল।

ম্যাচের ৮৪ মিনিট পর্যন্ত ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল টটেনহাম।

মনে হচ্ছিল, তিন মাসের মধ্যে দ্বিতীয় ট্রফি হাতে তুলতে যাচ্ছেন রোমেরোরা। কিন্তু ৮৫তম মিনিটে লি কাং-ইন ব্যবধান কমান, আর যোগ করা সময়ের চতুর্থ মিনিটে হেডে সমতা ফেরান গঞ্জালো রামোস। সুপার লিগে অতিরিক্ত সময় না থাকায় নিয়ম অনুযায়ী ম্যাচ গড়ায় সরাসরি টাইব্রেকারে।

পেনাল্টি শুটআউটে পিএসজির প্রথম শট ভিতিনিয়া পোস্টে লাগালেও পরের চার শটে কেউ ভুল করেনি।

টটেনহ্যামের পক্ষে মিকি ফন দে ফেনের শট ঠেকান পিএসজির নতুন গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ে, আর মাথিয়াস তেলের শট যায় বাইরে। ৪-৩ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেই প্রথমবারের মতো উয়েফা সুপার কাপ জিতে ইতিহাস গড়ল পিএসজি।
টটেনহামের দুই গোলই আসে ডিফেন্ডারদের থেকে। ৩৯ মিনিটে জোয়াও পালিনিয়ার ভলির রিবাউন্ড থেকে গোল করেন ফন দে ফেন।

বিরতির পর ফ্রি-কিক থেকে পেদ্রো পারোর ক্রসে হেডে জালের দেখা পান আর্জেন্টাইন অধিনায়ক ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। কিন্তু এই সুখ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।
পুরো ম্যাচে ৭৪ শতাংশ বল নিজেদের দখলে রেখেছিল পিএসজি, কিন্তু প্রথমার্ধে একটিও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধে বদলি খেলোয়াড়দের নৈপুণ্যে বদলে যায় চিত্র। আক্রমণে তীব্রতা বাড়ে, আর শেষ মুহূর্তের দুই গোলেই ম্যাচে ফিরে আসে ফরাসি চ্যাম্পিয়নরা।

মৌসুমের শুরুতে এক ম্যাচের এই মর্যাদার লড়াই সাধারণত হয় আগেরবারের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও ইউরোপা লিগ জয়ীর মধ্যে। মে মাসে

ইন্টার মিলানকে হারিয়ে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল পিএসজি। একই মাসে ১৭ বছরের শিরোপা খরা কাটিয়ে ইউরোপা লিগ জেতে টটেনহাম।

সন হিউং-মিনের বিদায়ের পর প্রথম ম্যাচেই অধিনায়কত্ব পেয়েছিলেন রোমেরো। কোচ টমাস ফ্র্যাঙ্কের অধীনে এটিই ছিল টটেনহামের প্রথম প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ। ট্রফির ছোঁয়ায় তা রাঙানো হলো না।

এদিকে অল্পের জন্য এক মাসের মধ্যে ইংলিশ ক্লাবের বিপক্ষে আরেকটি ফাইনালে হার এড়াল পিএসজি। গত মাসে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসির কাছে ৩-০ গোলে হেরেছিল তারা। এবার কিন্তু শেষ হাসি তাদেরই।

সূত্র: কালের কন্ঠ

দিল্লি, কাঁপালো ইন্ডিয়া জোট, পুলিশের জালে ১০০ এমপি

দিল্লির রাজপথে এমন দৃশ্য দেখা গেল যা বহুদিনের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিরল। সংসদ ভবনের মকর দ্বার থেকে শুরু হওয়া ইন্ডিয়া জোটের এমপিদের পদযাত্রা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে পৌঁছানোর আগেই দিল্লি পুলিশের ব্যারিকেডে থমকে গেল এবং শেষমেশ তা পরিণত হল এক ব্যাপক গ্রেফতার অভিযানে।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়াকে বিরোধীরা ‘ভোটাধিকার খর্বের চক্রান্ত’ বলে আখ্যা দিয়ে সংসদ চত্বরে জমায়েত হয়েছিলেন কংগ্রেস, তৃণমূল, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা, ডিএমকে সহ ইন্ডিয়া জোটের প্রায় সব সদস্যদলের সাংসদরা। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে, হাতে পোস্টার নিয়ে তারা স্লোগানে স্লোগানে পরিবহণ ভবনের দিকে এগোতে থাকেন। পথে মহুয়া মৈত্র ও সুস্মিতা দেব ব্যারিকেডের উপর উঠে স্লোগান দেন, অখিলেশ যাদব তা লঙ্ঘন করে এগিয়ে যান, অন্যরা চেষ্টা করলেও পুলিশ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে।

মুহূর্তের মধ্যে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, সঞ্জয় রাউত, তৃণমূলের সুজাতা ঘোষসহ প্রায় ১০০ জনকে আটক করে পুলিশ, বাসে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেন্ট স্ট্রিট থানায়।

এ সময় রাহুল গান্ধী বলেন, “এটা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, আমরা ভোটার তালিকার সুষ্ঠুতা চাই, সরকারের অন্যায় মানি না।” প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর ভাষায়, “সরকার ভীত, ওরা জানে মানুষ আর চুপ থাকবে না।”

মল্লিকার্জুন খার্গে জানান, “SIR প্রক্রিয়া অগণতান্ত্রিক, বিরোধী ভোটারদের বাদ দেওয়ার ষড়যন্ত্র।”
শশী থারুরও প্রশ্ন তোলেন, নির্বাচন কমিশনের নীরবতা কি তাদের পক্ষপাতের প্রমাণ নয়?

পুলিশের বক্তব্য, এই পদযাত্রার জন্য অনুমতি ছিল না, এবং অনুমতিপ্রাপ্ত ৩০ জনের বদলে শতাধিক সাংসদ ও নেতা রাস্তায় নেমেছেন, যা আইনশৃঙ্খলার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বিকেল নাগাদ কিছু আটক নেতাকে ছেড়ে দেওয়া হলেও রাহুল, প্রিয়াঙ্কা, অখিলেশদের মুক্তি পাওয়ার সময় নিয়েই বিভ্রান্তি ছিল।

এই বিক্ষোভে দেশের অন্যান্য বিরোধী নেতারাও সোচ্চার হয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে ভারতের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অবস্থা নিয়ে বিশ্লেষণ শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশন এখনও কোনও মন্তব্য করেনি, যা বিরোধীদের আরও ক্ষুব্ধ করেছে।

সমর্থকরা বলছেন, এই লড়াই কেবল SIR নয়, দেশের ভোটাধিকার রক্ষার লড়াই—আর আজ দিল্লির রাজপথে তারই বিস্ফোরণ দেখা গেল।

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বাংলাদেশি গ্রেফতার

কুয়েতে ফুটপাতে চাঁদাবাজির অভিযোগে এক বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে দেশটির পুলিশ। সম্প্রতি এক অভিযানে চাঁদাবাজি করার সময়

তাকে হাতেনাতে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, চাঁদাবাজি চক্রের বাকি সদস্যদের ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। একজন কর্মকর্তা জানান, যত্রতত্র দোকান বসানো এবং সেসব দোকান থেকে বেআইনিভাবে চাঁদা আদায়ের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান আরও জোরদার করা হবে।

গ্রেফতার বাংলাদেশির বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, ভীতি প্রদর্শন ও বেআইনি অর্থ আদায়সহ একাধিক অভিযোগে মামলা করা রয়েছে।

কুয়েতে ফুটপাতে দোকান বসানো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ এবং আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তবে আইন অমান্য করে অনেক বিদেশি বিভিন্ন জায়গায় বিশেষ করে ফুটপাত, মসজিদের সামনে, শহর এলাকার বিভিন্ন গলিতে অস্থায়ী দোকানের পশরা সাজিয়ে বসে।

এসব দোকানকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরেই সক্রিয় একটি চাঁদাবাজ চক্র। অভিযোগ রয়েছে, এই চক্রের সদস্যরা নিয়মিত দোকানিদের ভয়ভীতি দেখিয়ে চাঁদা আদায় করে। এমনকি কিছু প্রবাসী বাংলাদেশিও এই চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

সূত্র: সময় টিভি ।

ইরান-ইসরায়েলের সঙ্গে কারা যুদ্ধবিরতির জন্য যোগাযোগ করেছিল?

নাম প্রকাশ না করার শর্তে হোয়াইট হাউসের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সোমবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পক্ষ থেকে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে একটি টেলিফোনে যুদ্ধবিরতির বিষয়টি উত্থাপন করা হয়।

বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ওই কর্মকর্তা আরো জানান, হোয়াইট হাউসের অন্য কর্মকর্তারা ইরানি পক্ষের সঙ্গেও যোগাযোগ

করেছেন— কেউ কেউ সরাসরি, আবার কেউ কেউ পরোক্ষভাবে।

কর্মকর্তার ভাষ্য অনুযায়ী, ইসরায়েল এমন একটি শর্তে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে, যার আওতায় ইরান নতুন করে কোনো আক্রমণ না চালালে ইসরায়েলও আর পাল্টা হামলায় যাবে না। ওই কর্মকর্তা বলেন, তেহরানও এই চুক্তির প্রতি সম্মান দেখানোর ও মেনে চলার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে।

তিনি আরো বলেন, এই আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত স্টিভ উইটকফ অংশগ্রহণ করেছেন। ইরানের সঙ্গে এই সংলাপের অংশ হিসেবে বিভিন্ন কূটনৈতিক চ্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে বর্তমান উত্তেজনা প্রশমিত হয় এবং একটি স্থিতিশীল যুদ্ধবিরতির পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

সূত্র : বিবিসি

ভারতে যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিমানবন্দরে বিধ্বস্ত, বহু হতাহতের শঙ্কা

ভারতের আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার এই দুর্ঘটনায় আদানি পরিচালিত বিমানবন্দরের অভ্যন্তরে ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠতে দেখা যায়।

সূত্র জানায়, আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে টেকঅফের আগে এয়ার ইন্ডিয়ার উড়োজাহাজটি বিধ্বস্ত হয়। এএনআইয়ের বরাতে জানা গেছে, উড়োজাহাজটিতে ২৪২ জন যাত্রী ছিলেন। তবে এখনো স্পষ্ট নয়, এটি কোন ধরনের বাণিজ্যিক উড়োজাহাজ ছিল।

বিধ্বস্ত হওয়ার স্থানটি একটি আবাসিক এলাকা বলে ধারণা করা হচ্ছে। নিরাপত্তাজনিত কারণে ওই এলাকায় যাওয়ার সব সড়ক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যদিও প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে এটি একটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ, তবে এখনো সরকারি কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক কোনো বিবৃতি দেওয়া হয়নি। উদ্ধার অভিযান চলছে।

তবে অন্য একাধিক সূত্র দাবি করেছে, উড়োজাহাজটি অবতরণের সময় দুর্ঘটনার শিকার হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ও ছবিতে আহমেদাবাদের অভিজাত এলাকায় ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ দেখা গেছে।